০৯-০১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- কার্য ব্যবহারে ব্যস্ত থেকেও বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সঙ্গে রাখবে , এই হল সত্যিকারের যাত্রা , এই যাত্রায় কখনও ক্লান্ত হবে না "

প্রশ্ন -- ব্রাহ্মণ জীবনে উন্নতির জন্যে কোন্ শক্তির প্রয়োজন ?

উত্তর -- অনেক আত্মাদের আশীর্বাদের শক্তিই হল উন্নতির সাধন। যত অনেকের কল্যাণ করবে , বাবার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান-রত্নগুলি যত দান করবে তত অনেক আত্মাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দেন যে , বাচ্চারা ধন থাকলে সেন্টার খোলো । হসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খোলো। তাতে যাদের কল্যাণ হবে তাদেরই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে।

গান : রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না .....

ওম্ শান্তি । গানের অর্থ তো বাচ্চাদের নিজে থেকেই বুদ্ধিতে আসা উচিত । এখন আমরা সবাই হলাম রূহানী যাত্রী । ভগবান বাবার কাছে আত্মাদের যেতে হবে। এমন বলা হবেনা যে জীবাত্মারা (দেহ সহ আত্মা) ফিরে যাবে। জীব আত্মাদের এই দেহ ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। মানুষ মরলে বলা হয় অমুক বৈকুন্ঠবাসী হয়েছে। কিন্তু তোমরা জানো - ভাল বা খারাপ সংস্কার অনুযায়ী পুনর্জন্ম নিতে হয়। খারাপ সংস্কারের জন্যে তোমাদের মাথায় পাপের বোঝা রয়েছে । সে এই জন্মের হোক বা জন্ম-জন্মান্তরের হোক । সেইসব এখন তোমাদের যোগবলের দ্বারা ভস্ম করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করা - একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। কাম চিতায় বসে পাপাত্মায় পরিণত হয়েছ এবং এই যোগ অগ্নি দ্বারা নির্মিত পাপের বোঝা ভস্ম হয়। তো ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানে যে আমরা হলাম যাত্রী । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে , ধান্ধা ইত্যাদি করে আমাদের বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সঙ্গে থাকে যেন আমরা যাত্রায় রয়েছি। এই যাত্রায় ক্লান্ত হবেনা , অনেক পুরুষার্থের প্রয়োজন রয়েছে । জ্ঞান তো হল খুবই সহজ। প্রাচীন ভারতের যোগের খুব মহিমা আছে। কিন্তু ঐ গীতাপাঠীরা কখনও এই কথা বলেনা যে শিববাবা যোগ শেখান। গীতায় দেখানো হয়েছে একমাত্র অর্জুনকে কৃষ্ণ বসে জ্ঞান শুনিয়েছেন । এমন তো কোনো কথা নেই। এইতো হল মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে হবে এবং পান্ডব সেনা রয়েছে নিশ্চয়ই , পান্ডবদের সেনা জ্ঞান প্রাপ্ত করে আর পান্ডবপতি জ্ঞান দান করেন। মানুষদের এইসব জানা নেই। *ভবিষ্যতে অনেকে বলবে বরাবর গীতার ভগবান পাঁচ হাজার বছর পূর্বে জ্ঞান দিয়েছেন । কিন্তু এই কথা জানা নেই কে দিয়েছেন। কল্পের আয়ুও জানা নেই। নিজের নিজের মতামত দিতেই থাকে - গান্ধী গীতা , ট্যাগোর(রবীন্দ্রনাথ) গীতার ভেতরে নাম লেখা থাকে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ অর্জুনের প্রতি। লড়াইও দেখান হয়। কিন্তু লড়াইয়ের কথাই নেই। এখানে তোমার হল যোগবলের কথা। তারা নাম দিয়েছে লড়াইয়ের । যেমন চন্দ্রবংশী রামকে বাণ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে জ্ঞান বাণের কথা বলা হয়েছে। সে ফেল করেছে তাই চিহ্ন দেওয়া হয়েছে* । তো ত্রেতাযুগী রাম-সীতার চিত্র দিতে হবে। বংশ হয় কিনা। সূর্য্যবংশী , চন্দ্রবংশী । *গীতায় এমন কথা লেখা নেই যে ভগবান গীতা শুনিয়ে সূর্য্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করেছেন*। এইরূপ তো নিশ্চয়ই আছে আদি সনাতন

দেবীদেবতা ধর্মের শাস্ত্র , তারা হিন্দু বলে দেয়। নিজেকে দেবীদেবতা ধর্মের পরিচয় দিতে পারেনা কারণ অপবিত্র হয়েছে । এই যে বলা হয় মিথ্যে মায়া , মিথ্যে কায়া ... সে তো একেবারেই ঠিক কথা। মিথ্যা খন্ডে মিথ্যেই থাকবে। সত্যখন্ডে আছে সত্য। যিনি সত্যখন্ড স্থাপন করেন তিনিই সত্য বলেন। ভারত যে পূজ্য ছিল এখন পূজারী হয়েছে । পূজ্য যারা হয়ে চলে গেছে , তাঁদেরই পূজো করছে। যে পূজ্য বংশ ছিল তারা-ই এখন পূজারী তাই গাওয়া হয় নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী । পূজ্য ডিনায়েস্টি ছিল , এখন কলিযুগে আছে পূজারী , শুদ্র ডিনায়েস্টি । সূর্য্যবংশী কুল , চন্দ্রবংশী কুল। তোমাদের বোঝানো হয় যে ভারত এমন ছিল। চিত্র তো আছে তাইনা । সত্যযুগে ভারত ধন সম্পন্ন ছিল। *এই বেহদের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফি কেউ জানেনা। এই বর্ণও বোঝাতে হবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ উঁচুর চেয়ে উঁচু , একেই বলা হয় নতুন উচ্চ বর্ণ । বিবাহ ইত্যাদির সময়েও কুল দেখা হয় কিনা। তো তোমাদের কুল অনেক উঁচুতে । যদিও ঐ ব্রাহ্মণ তো দুনিয়াতে অনেক আছে কিন্তু সঙ্গমে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ কুল হয়*। তারা এইসব জানেনা , এই কথা তো হল নতুন তাইনা । মানুষ ভাবে এদের বোধহয় কোনো নতুন গীতা আছে। এই কথাতো তোমরা জানো যে বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । আমরা সে-ই দেবতায় পরিণত হচ্ছি । আমরা রাজত্ব স্থাপন করছি, এমন কেউ বলতে পারেনা। তারা তো যারা পাস্ট হয়ে গেছে তাদের কাহিনী বসে শোনায়। এখানে আমরা গীতার মহিমা করি। তো মানুষ ভাবে এরা গীতাকে মানে। তোমরা জানো ঐ হল ভক্তি মার্গের গীতা। কিন্তু যিনি গীতা শুনিয়েছেন , তাঁর কাছে তোমরা এখন ডাইরেক্ট শুনছ। বানর সেনাও বিখ্যাত রয়েছে । * চিত্রও দেখান হয় হিয়ার নো ইভিল , সী নো ইভিল ..... এখন বানরদের তো এই কথা বলা হবেনা । নিশ্চয়ই মানুষদের জন্যই বলা হবে। যদিও চেহারা মানুষের মতন কিন্তু চরিত্র হল বানরের মতন *তাই হিউমান বানরদের বলা হয় - খারাপ কিছু শুনো না , কান বন্ধ করে নাও*।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে এই হল পুরানো শরীর কিছু না কিছু হতেই থাকে। কারো স্ত্রী মারা গেলে বলা হয় পুরানো জুতো গেল , নতুন কেনা যাবে। শিববাবার তো পুরানো জুতো-ই চাই। নতুন জুতো অর্থাৎ নতুন দেহে তো আসবেন না । যে সব নতুন ছিল সেইসবই এখন পুরানো হয়েছে। বাবা বলেন এক নম্বরে ইনিই ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। যে নম্বরওয়ান পবিত্র , সর্বগুণ সম্পন্ন .... তাকেই পতিত হতে হয় , তারপরেই পবিত্র হয়। ৮৪ জন্মের হিসেব রয়েছে কিনা । নিজেই পূজ্য ... সে-ই শ্রী নারায়ণ যখন নিজেই পূজারী হয় তখন বসে নারায়ণের পূজো করে। আশ্চর্য কিনা। পরের জন্ম গুলিতেও লক্ষ্মীনারায়ণের পূজো করতেন। কিন্তু দেখা যায় যে লক্ষ্মী দাসী রূপে পা টিপছেন তো দেখে ভাল লাগেনি। তো লক্ষ্মীর চিত্র সরিয়ে শুধু নারায়ণের চিত্র রাখা হয়েছে । সেই আত্মা পুনরায় পূজারী থেকে পূজ্য হয় , ততত্বম্ । শুধু একজন তো হবেনা , তাইনা । সত্যযুগে বাচ্চা জন্ম নিলে সেও প্রিন্স প্রিন্সেস হবে তাইনা । এখন বাচ্চারা , তোমাদের পিতা তোমাদের শৃঙ্গার করাচ্ছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। জানো কি আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। পুনর্জন্ম সত্যযুগেও হবে। এখন স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা জানো কি সঠিক এমন অটল-অখন্ড , সুখ-শান্তির রাজত্ব ছিল। তোমরা কাউকেও এই কথা বোঝাতে পারো যে আমরা রাজযোগ প্র্যাক্টিকালে শিখছি। কেউ বলে অমুক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে আমরা খুব শান্তি পেয়েছি কিন্তু এইটি তো হল অল্পকালের ক্ষণিকের শান্তি । তাও ১০-২০ জনের জন্যে । এখানেতো সম্পূর্ণ দুনিয়ার কথা বলা হচ্ছে । সত্যিকারের শান্তি তো সত্যযুগেই থাকে। যারা সেয়ানা বাচ্চা তারা কল্প পূর্বের মতন নিজের পুরুষার্থ করছে। অনেক নতুন গোপিকাদের ঘরে বসে একবার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তাতেই তাদের

খুশীর পারদ উঁচুতে উঠে গেছে। গতকাল এক যুগল (couple) বাবার কাছে এসেছিল , বাবা বুঝিয়েছেন - বাচ্চারা তোমরা বাবার কাছে বেহদের বর্সা নেবে না নাকি ? অর্ধকল্প নরকে দুঃখ ভোগ করেছ , এখন এক জন্ম বিষ ছাড়তে পারবেনা ? স্বর্গের মালিক হতে পবিত্র হবেনা । তারা বলল - ডিফিকাল্ট আছে । বাবা বললেন কাম চিতায় বসতে দৈহিক ব্রাহ্মণ তোমাদের বন্ধনে বেঁধেছে , এখন তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে স্বর্গের মহারাজা মহারানী হও। তখন বলল আপনাকে সাহায্য করতে হবে । বাবা বললেন - শিববাবাকে স্মরণ করলে নিশ্চয়ই সাহায্য পাবে। তারা বলল নিশ্চয়ই স্মরণ করব। ঝট করে বাবার কাছে বন্ধন বেঁধে আংটিও পরে নিল। ইনি হলেন বাপদাদা তাইনা । বেহদের বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা পবিত্র না হলে স্বর্গেও যেতে পারবেনা । এই অন্তিম জন্ম পবিত্র না হলে তোমরা রাজত্ব হারাবে। এতটুকু সময়েও তোমরা পবিত্র হতে পারছো না ! বাবা তোমাদের জ্ঞান - যোগের দ্বারা শৃঙ্গার করছেন। তোমরা এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হও। *যদি বাবার কথা অবমাননা করবে তাহলে ধরে নেওয়া হবে এদের মতন মহামূর্খ দুনিয়ায় আর কেউ নেই। এক হল হদের মূর্খ , আরেক হল বেহদের মূর্খ* । এখানে এমন আত্মারা বসতে পারবেনা , যারা বায়ুমন্ডল অশুদ্ধ করে। *হংস মন্ডলীতে ম্লেচ্ছ বসতে পারেনা*। বাবা কত শৃঙ্গার করে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত করেন আর মায়া পুনরায় কাঙাল করে ওয়ার্থ নট এ পেনী(কড়ি তুল্য) করে দেয়। যদিও কারো কাছে ৫০ কোটি আছে তবুও ওয়ার্থ নট এ পেনী হল কারণ এইসব তো ভস্ম হবে। সাথে তো সত্যিকারের জমা ধন-ই যাবে।

বাবা পরামর্শ দেন বাচ্চারা সেন্টার খোলো। বসে মানুষের শৃঙ্গার করো। কিন্তু ইউনিভার্সিটি কাম হসপিটাল যে খুলবে সে যেন ভাল হয় , যাতে সে বোঝাতে পারে বা অন্য কেউ খুলে দিলে সে বসে বোঝাবে। তো তাদের আশীর্বাদেও ভরপুর হয়ে যাবে। শক্তি তো পাওয়াই যায়। ২১ জন্মের জন্যে লাভ আছে। এমন কেউ রয়েছে কি যে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলেনা। পদে-পদে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলা উচিত । বিঘ্ন তো আসবেই । বাঁধেলি (বন্ধনযুক্ত) গোপিকাদের উপরে কত অত্যাচার হয় , এইসবে নির্ভয় থাকতে হবে। বাবার মহিমা রয়েছে - নির্ভয় , নির-ব্যার(কোনো বৈরিতা নেই) .... আমাদের কারো সঙ্গে বিদ্বেষ নেই। বাবা শৃঙ্গার করেন তো ওনার সার্ভিস স্বীকার করা উচিত । বাবা আপনার শ্রীমত অনুযায়ী আমরা কেন চলবনা ! এই পথে তো আমাদেরই কল্যাণ রয়েছে । আমাদের পরে বাচ্চাদেরও কল্যাণ রয়েছে । প্রত্যেককে সত্যিকারের যাত্রার পথ বলে দেওয়া উচিত । ঝগড়াঝাঁটি হবে , অবলাদের সহ্য করতে হবে । না শুনলে বুঝতে হবে আমাদের কুলের নয়। পরিশ্রম করতে হয়। কোথা থেকে আমাদের কুলের কোনো আত্মা বেরিয়ে আসবে তারপর সে শুধু প্রজা হওয়ার যোগ্যতাই রাখুক । অন্যদেরও প্রজা হওয়ার যোগ্য করে তুললেও ভাল কথা। প্রজাও তো তৈরী করতে হবে। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করা , এই কাজটি বাবা ছাড়া কেউ করতে পারবেনা । তোমরা হলে উঁচুর থেকে উঁচু ব্রাহ্মণ । তারা হল নীচু থেকেও নীচু , তোমরা হলে হংস ওরা বক পাখি। তো ঝগড়াঝাঁটি নিশ্চয়ই হবে । অত্যাচার হবে। মায়া রাবণ সবাইকে ধ্বংস করেছে , বাবা এসে সবাইকে গড়ে তুলছেন। সলভেন্ট করেন। ভবিষ্যতে বাদশাহী তোমার হবে। লড়াইয়ের পরে ভারত সমৃদ্ধ হবে, তারা তো জানেই না যে এই মহাভারত লড়াইয়ের পরে ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। তো এখন বাচ্চাদের খুবই ভাল পুরুষার্থ করতে হবে। ভাষণও রিফাইন করা উচিত। *শঙ্খ-ধ্বনি করতে হবে। নাহলে বলবে এদের কাছে শঙ্খ নেই। যদিও পদ্ম ফুলের মতন রয়েছে , চক্রও রয়েছে কিন্তু শঙ্খ নেই। বাবা বলেন জ্ঞানী তুমি আত্মা হলে আমার প্রিয়। গোপিকারাও মুরলীতে মত্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণ তো মুরলী শোনায়নি। এই হল কৃষ্ণের

আত্মার অন্তিম জন্ম অর্থাৎ শেষ জন্ম। যে চক্র ঘুরে এসেছে , এবার নলেজ পেয়েছে*। তোমরা জানো এই হল পুরানো দুনিয়া , একেই ত্যাগ করতে হবে। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছো। বিনাশের পূর্বে পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করছো। যদি ত্যাগ করবেনা তো নতুন দুনিয়ার সাথে যোগও লাগবেনা । রাবণপুরীতে ৬৩ জন্মের দুঃখ ভোগ করো। এখন এই দুনিয়াকে ত্যাগ করো। দেহ সহ যা কিছু আছে সেইসব কিছু ত্যাগ করে তুমি আত্মা একা হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) জ্ঞানী তুমি আত্মা হয়ে শঙ্খ-ধ্বনি করতে হবে। প্রত্যেককে সত্যিকারের যাত্রা শেখাতে হবে। নিজের প্রজা তৈরী করতে হবে।

২) বুদ্ধি দ্বারা পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে, নতুন দুনিয়ার সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। নির্ভয় , নির-ব্যার অর্থাৎ বিদ্বেষ শূন্য হতে হবে।

বরদান --: প্রতিটি কর্মে বাবার সঙ্গ সঙ্গী রূপে অনুভবকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব।

ব্যাখ্যা : সবচেয়ে সহজ এবং নিরন্তর স্মরণের সাধন হল -- সর্বদা বাবার সঙ্গ অনুভব হওয়া । সঙ্গের অনুভূতি স্মরণের পরিশ্রমকে কম করে দেয়। যখন সঙ্গে রয়েছে তখন স্মরণে থাকবেই। কিন্তু এমন নয় যে শুধু সঙ্গে বসে আছে বরং সঙ্গী রূপে রয়েছে অর্থাৎ সহযোগী রূপে। যে শুধু সঙ্গে থাকে সে ভুলেও যেতে পারে কিন্তু সঙ্গী হলে কখনও ভোলেনা। তো প্রতিটি কর্মে বাবা হলেন এমন সাথী যে মুশকিলকেও সহজ করে দেন। এমন সঙ্গীর সঙ্গ সর্বদা অনুভব হলে সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে।

শ্লোগান --: বিশেষ আত্মা হতে হলে বিশেষত্ব-ই দেখো আর বিশেষত্বের-ই বর্ণনা করো।

তপস্বী মূর্ত হও :-

তপস্বী বৃক্ষের তলে বসে তপস্যা করে। তোমরাও এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের তলায় শিকড়ে বসে আছো এবং তপস্যা করছো। বৃক্ষের তলায় বসলে সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ বুদ্ধিতে এসে যায়। তো নলেজফুল হয়ে সম্পূর্ণ বৃক্ষকে শক্তির জল দাও।